যুগান্তর

তারিখ ... 22 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে অসন্তোষ বৃদ্ধির আশংকা

মুসতাক আহমদ

আন্দোলনে তছনছ শিক্ষাবর্ষ

ঈদের আগে সমাধান দাবি, নইলে কঠোর কর্মসূচি

শিক্ষকদের দাবি আদায় না হলে ঈদের পর আন্দোলন আরও তীব্র হওয়ার আশংকা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা এই আন্দোলন এগিয়ে নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সব স্তরের শিক্ষকরা, আগামীতে কঠোর আন্দোলনের আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছেন। সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদসহ অন্যান্য দাবিতে সব স্তরের শিক্ষকের আন্দোলনে নেমেছেন। রাজনৈতিক এবং শিক্ষক আন্দোলনে এ বছরের শিক্ষাব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। আরও কঠোর আন্দোলনের হুমকিতে প্রায় সোয়া দুই কোটি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকের মধ্যে চরম আতংক বিরাজ করছে।

চলতি বছরের শুরুতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাস বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের লাগাতার আন্দোলনে বন্ধ ছিল অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রথম দিকের তিন মাস ক্লাস হয়নি। এ সময়ে এসএসসি পরীক্ষা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। কোনো বিষয়ের পরীক্ষাই ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী হয়নি। ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদনের পর শিক্ষকরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এ কারণে গত প্রায় এক মাস আশংকা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৫

• প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষকদের দাবি অবহিত করলেন শিক্ষামন্ত্রী : পৃষ্ঠা ২

আশংকা : অসন্তোষ বৃদ্ধির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্লাস-পরীক্ষা কম-বেশি বিঘ্নিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী এক মাসের জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছেন। সে কারণে আগামী এক মাসেও সমস্যার সমাধানের কোনো আশা দেখছেন না সংশ্লিষ্টরা। ঈদের পর যদি আরও এক মাস আন্দোলন হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে কেটে যাবে ৫ মাস। বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিসেম্বর মাসে লেখাপড়া হয় না। সেই হিসাবে ১২ মাসের শিক্ষাবর্ষ ৬ মাসেই জোড়াতালি দিয়ে শেষ করতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর ফলে উচ্চশিক্ষা স্তরে সৃষ্টি হবে সেশনজটের। আর প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কোনোভাবে সিলেবাস শেষ করিয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসানো হবে। এর বাইরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাও বিঘ্নিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও ব্যাহতের আশংকা আছে। শিক্ষকরা এসব পরীক্ষা বর্জনের হুমকি দিয়ে রেখেছেন।

এ পরিস্থিতিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা। অন্যথায় শিক্ষা ব্যবস্থা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে তারা মনে করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের আন্দোলনের যে ধারা দেখছি তাতে শিক্ষা বড় ধরনের সংকটে পড়তে পারে। এর ক্ষতি বছরের প্রথম তিন মাসের চেয়েও বেশি হবে। কেননা ওই সময়ে অনেক শিক্ষকের মধ্যে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার তাগিদ ছিল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়েছি। স্কুল-কলেজেও ক্লাস নিতে দেখেছি। কিন্তু এখন শিক্ষকরাই আন্দোলনে যাওয়ায় সে ব্যবস্থা আর থাকবে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর উচিত হবে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। নইলে শিক্ষার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অধ্যাপক ইসলাম বলেন, পে-স্কেলে যা শিক্ষকদের জন্য ঘোষণা হয়েছে, তা সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। যেহেতু ঘোষণা হয়েই গেছে, এখন ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করা যেতে হবে। আমরা কেউ কারও প্রতিপক্ষ নই। প্রশাসনে যিনি আছেন, তিনি আমারই ছাত্র। মনে রাখতে হবে, দেশ কেবল প্রশাসন আর পুলিশের লোকজনই চালান না। বিসিএসের বাকি ক্যাডারসহ ২২ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীরই অবদান আছে। যিনি নিয়মিত পদোন্নতি পান না, সিলেকশন গ্রেড আর টাইমস্কেলই তার ক্ষত পূরণের ব্যবস্থা। এটুকুও কেড়ে নেয়া উচিত হবে না। তা করা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষা নিয়ে যে আশংকার কথা বলা হচ্ছে তা সরকার যথার্থভাবেই উপলব্ধি করছে। তিনি নিজেও সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করছেন। সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। পরে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসেছেন। তিনি এবং অর্থমন্ত্রী এ নিয়ে বৈঠক করেছেন। সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী।

৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদিত। এর আগে অবশ্য ড. ফরাসউদ্দিনের কমিশন এই পে-স্কেল ঘোষণা করে। এ নিয়ে সচিব কমিটিও কাজ করে। ঘোষিত এই পে-স্কেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল। এ কারণে ১৪ মে থেকে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজ নিজ সমিতির মাধ্যমে আন্দোলনে নামেন। আগস্ট মাসের শেষের দিকে এসে শিক্ষকদের অসন্তোষ বাড়তে থাকে। মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষকরা মোট তিন দফায় মানববন্ধন, কর্মবিরতিসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। এরই মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদিত হয়। এতে শিক্ষকদের ইস্যুতে তাদের দাবি অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়নি। অবশ্য শিক্ষকদের বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য ওইদিনই মন্ত্রিসভার কমিটিতে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ পর্যায়ে অর্থমন্ত্রীর একটি বক্তব্য নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে তারা নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশ থেকে শিক্ষকরা ঈদের পর কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেন। এমনকি ঈদের পর শুরু হওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বর্জনসহ লাগাতার কর্মবিরতির হুমকি দেন।

এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নিজের সরকারি বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার বৈঠক শেষে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল ঈদের আগেই দাবির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা চেয়েছেন।

সমস্যার সমাধান না হলে ঈদের পর কঠোর কর্মসূচিরও ইঙ্গিত দেন তিনি। আর সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দাবি আদায় না হলে ভর্তি পরীক্ষাও হুমকির মধ্যে পড়তে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষকদের এই কর্মসূচির কারণে নিয়মিত ক্লাস হয়নি। আর শেষদফা কর্মবিরতিকালে কোথাও ক্লাসের পাশাপাশি পরীক্ষাও হয়নি।

সরকারি কলেজ শিক্ষক : সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা দু'দফায় কর্মবিরতির কর্মসূচি শেষ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম দফায় ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন তারা। পরে সরকারকে আলটিমেটাম দেয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যেও তারা কোনো প্রতিকার পাননি। সবশেষে সরকারকে দ্বিতীয় দফায় আলটিমেটাম দিয়ে তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে রেখেছেন তারা।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার জানিয়েছেন, 'নতুন পে-স্কেল কেবল শিক্ষা ক্যাডারই নয়, ২৬টি ক্যাডারের কর্মকর্তারাই বঞ্চিত হয়েছেন। তবে এই পে-স্কেলে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত শিক্ষকরা। এজন্যই আজকে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষককে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। অথচ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে এর প্রয়োজন পড়ত না।' তিনি বলেন, দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দফতর অচল করে দেয়া হবে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় : সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল পুনর্বহালের দাবিতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও আন্দোলনে আছে। ইতিপূর্বে তারা ১৩ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন। তবে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের হস্তক্ষেপে শিক্ষকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী বলেন, 'আমরা মাউশি মহাপরিচালকের অনুরোধে কর্মবিরতির কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি। দাবি আদায়ে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্যসহ স্মারকলিপি রোববার মহাপরিচালককে দেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি আমাদের সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সেদিকে চেয়ে আছি। যদি ঈদের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখতে না পাই, তাহলে ঈদের পর কর্মবিরতিসহ কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।'

অচল প্রাথমিক বিদ্যালয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন দুটি ভাগে চলছে। একটি ভাগে আছেন সহকারী শিক্ষকরা।

অপর ভাগে আছেন প্রধান শিক্ষকরা। উভয় অংশের আলাদা মূল দাবি থাকলেও মূল ইস্যু বেতন-ভাতা ও মর্যাদা নিয়ে। এসব দাবিতেই বর্তমানে তারা আন্দোলনে আছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সহকারী শিক্ষকদের ডাকে কর্মবিরতির কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। তাদের চতুর্থ ও শেষদিন কর্মবিরতি আজও আছে। আজ পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রধান ও সহকারী শিক্ষকরা কঠোর কর্মসূচির হুমকি দিয়ে রেখেছেন। তারা বলেছেন, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা তারা নেবেন না। সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ফেডারেশন গঠন করেছেন।